(وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا) নিসা ১৬৪; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ (৫) আরশে সমাসীন থাকাঃ (اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) ত্বা-হা ৫; এতদ্ব্যতীত আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'আদ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীছ ৪ (৬) নিম্ন আসমানে অবতরণ করাঃ (وَ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) ফজর ২২; এতদ্ব্যতীত আন'আম ১৫৮, বাক্বারাহ ২১০ প্রভৃতি। প্রতিটির জন্য আরও বহু আয়াত রয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্র হাত ও চেহারার বিষয়ে নিরাকার ও নির্গুণবাদীদের বিভিন্ন গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্র আরশে অবস্থান সম্পর্কে ঐসব নির্গুণবাদী দার্শনিকগণ ২৫ প্রকার সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন। হাফেয যাহবী (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। -বিস্তারিত দেখুনঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন 'আক্বীদা' অধ্যায়, টীকা-২৯, পৃঃ ১১৫-১৭। =(সঃ সঃ)।*

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

জেড আহম্মেদ মানি চেঞ্জার

১. *বিদেশী মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্যাঙ্ক, ইয়েন, রিংগিট, দিনার, রিয়াল) ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।*

২. *ডলার ড্রাফ সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়।*

৩. *পাসপোর্ট ডলারসহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।*

২০/৩১ সুলতানাবাদ, গোরহাঙ্গা
(হোটেল গুলশান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৪৪২২।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

***প্রশ্ন (১/৬১)ঃ** আমি প্রায় চির রুগী। তিন বছর যাবৎ রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারিনা। ছিয়াম পালন করলেই অসুখ বেড়ে যায়। সামনে রামাযান মাস। কি করব? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।*

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে যদি রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সুস্থতা ফিরে আসার পর যেকোন মাসে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে। এটিই শারঈ বিধান। তবে কেউ যদি চির রুগী হয়, তবে প্রত্যেক দিন একজন গরীব লোককে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে ছিয়াম পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে'। *-তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৪ পৃঃ; ফাৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড ১৮০ পৃঃ।*

উল্লেখ্য যে, অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মহিলা যদি বাচ্চার জন্য দুধের ভয় থাকে তাহ'লে নিজে ছিয়াম পালন না করে একজন করে মিসকীনকে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করবে। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীন খাইয়েছিলেন। ইবনে আব্বাসে (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদয়া আদায় করতে বলতেন। *-নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮- ১১পৃঃ; তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ।*

***প্রশ্ন (২/৬২)ঃ** অনেক ভাইকে দেখা যায় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার না করে দেরীতে ইফতার করেন। এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।*

-মুহাম্মাদ মুবারক আলী
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা সুন্নাত। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'। *-আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*

অন্য এক হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ি ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন। *-নায়লুল আওত্বার (মিসরী ছাপা ১৯৭৮) ৫/২৯৩।*

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই ইফতার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। আর দেরী করে ইফতার করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্নঃ (৩/৬৩)ঃ রামাযান মাসের '১ম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির' এর সপক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর জাব্বার
মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র রামাযান মাসকে রহমত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এ তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। *-মিশকাত হা/১৯৬৫।* বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায় যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬।*

প্রশ্ন (৪/৬৪)ঃ কোন পুরুষ গায়র মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়র মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?

-শিরিন বিশ্বাস
গ্রামঃ কুলুনিয়া
দোগাছী, পাবনা।

উত্তরঃ কোন ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে যেকোন পুরুষ যেকোন মহিলাকে সালাম দিতে পারে এবং মহিলাগণও অনুরূপ সালাম বিনিময় করতে পারে। আবু হাশেম থেকে বর্ণিত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন আমরা খুশী হ'তাম। (আবু হাশেম বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের এখানে এক বৃদ্ধা ছিল। সে বুদা'আ নামক স্থানের কাছে লোক পাঠাত। ইবনে মাসলামা বলেছেন, বুদা'আ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা এক প্রকার সবজির শিকড় তুলে পাতিলে রাখত এবং যবের কয়েকটি দানা তাতে ঢেলে দিয়ে খাবার তৈরি করত। আমরা জুম'আর ছালাত শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম করতাম। *-বুখারী, ২য় খণ্ড ৯২৩ পৃঃ।* আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) তাকে কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম। *-মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৬৪।* আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের একদল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। *-আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০০।* অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, মহিলা ও পুরুষ একে অপরকে সালাম দিতে পারে। তবে ফিৎনার ভয় থাকলে উভয়কেই সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। *-ফৎহুল বারী ১১ খণ্ড ৩৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৫/৬৫)ঃ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি? বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতেই মলত্যাগ করতে হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আইয়ূব আলী
পঞ্চবটি
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫০ পৃঃ।* তবে চলমান পানি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। চলমান পানিতে প্রয়োজনবোধে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কারণ, চলমান পানির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

প্রশ্ন (৬/৬৬)ঃ মজলিস শেষে যে দু'আটি পড়তে হয় তা অনুবাদ সহ মাসিক 'আত তাহরীকে' জানতে চাই।

-জান্নাতুল ফেরদাউস
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মজলিস শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ ، اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ –

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ 'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আর ফলে ঐ মসলিসে থাকাকালীন তার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়'। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ; হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত 'আরবী ক্বায়েদা' দ্রষ্টব্য।*

প্রশ্ন (৭/৬৭)ঃ আমার খালার মৃত্যুর পর খালু খালাকে গোসল দিতে গেলে হৈচৈ বেধে যায়। কিছু লোক বলে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেখা হারাম। সুতরাং স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবেনা। আর কেউ বলে, গোসল দিতে পারবে। শেষে অবশ্য আমার খালু গোসল দিয়েছেন। কোন্‌টি শরীয়ত সম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যু বরণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং দাফন করব। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫ 'জানাযা' অধ্যায় ১০৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।* আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এখন যা বুঝলাম যদি তা পূর্বে করতাম, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাকে গোসল দিত না। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪ সনদ ছহীহ।*

প্রশ্ন (৮/৬৮)ঃ আমার আব্বা মারা গেছেন। এখন আমার আম্মা কুলখানি করতে চান এবং এজন্য সকলকে দাওয়াত দেওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন কুলখানি কি শরীয়ত সম্মত এবং এতে কি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে?

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নিকট নেকী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে কুলখানি-কুরআনখানি ইত্যাদি করা বিদ'আত। ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা সহ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার তো দূরের কথা বরং তা দ্বীনের মধ্যে একটি বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে। আর বিদ'আতের পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (৯/৬৯)ঃ ঢাকার উত্তরাতে একটি মসজিদে কয়েকজন বিদেশী মেহমানকে জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। জুতা পায়ে ছালাত আদায় জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল মুমিন
আযমপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ জুতা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাতে অপবিত্রতা না লেগে থাকে, তাহ'লে জুতা পায়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী (রাঃ) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *-বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৭০)ঃ আমরা জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ। কিন্তু আমার পিতা বর্তমানে 'আশেকে রাসূল' নামে একটি দলের সদস্য হয়ে তাদের ন্যায় আমল করছে। কুরআন-হাদীছের খুব একটা ধার ধারেনা। আমি তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছি। আমি তার কোন কথাও মানি না। শরীয়ত অনুযায়ী আমি চলি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে? জানালে চিন্তামুক্ত হ'তাম।

-মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেন, তবে তাদের সে কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কিন্তু তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করতে হবে (লোকমান ১৯)। যেহেতু আপনার পিতা একটি বাতিল দলের সদস্য, সেহেতু তাকে প্রথমতঃ বুঝাতে হবে। যদি আপনার কথা তিনি অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তাহ'লে আপনার অবাধ্য হওয়ায় কোন পাপ হবে না। তবে পিতা হিসাবে তার সাথে সদাচরণ করে যাবেন।

প্রশ্ন (১১/৭১)ঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ইবনে আব্দুর রঊফ
গ্রামঃ কালিগাংনী
পোঃ নওয়াপাড়া, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ইমামতি করার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছয় সাত বৎসর বয়সে কুরআন অধিক জানার কারণে তার গোত্রের ইমামতি করেছেন। *-বুখারী, মিশকাত 'ইমামত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০০।* উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগ ও অবিবাহিত ব্যক্তি ছালাতের নিয়মকানূন ও ভাল ক্বিরাআত জানলে ইমামতি করতে পারে এবং এধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১২/৭২)ঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর উপযুক্ত মেয়ে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে কি-না? এরূপ অপেক্ষায় পাপ হওয়ার আশংকা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইন
গ্রামঃ নাড়িয়াল
পোঃ সিহালী হাট
থানাঃ শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর নিজেকে সংযত রেখে উপযুক্ত বা ধার্মিকা মেয়ের সন্ধানে অপেক্ষা করা যাবে এবং এতে কোন পাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হ'লে তার মধ্যে চারটি গুণ তালাশ কর- অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন। তবে উল্লেখিত চারটি গুণের মধ্যে যদি শুধু 'দ্বীন' পাওয়া যায় তাহ'লে তাকে অগ্রাধিকার দাও। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৭।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা চারটি গুণের সন্ধান করা বুঝা যায়। তবে এর মধ্যে ধার্মিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর ধার্মিকা মেয়ে সন্ধান করতে সময়ের প্রয়োজন হবে এটাই স্বাভাবিক। বিধায় এ সময়টুকু অপেক্ষা করলে কোন পাপ হবে না।

প্রশ্ন (১৩/৭৩)ঃ আমরা জানি যে, তিন সময়ে অর্থাৎ সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। কিন্তু শুক্রবার তা পালন করা হয় না। শুক্রবারে দ্বিপ্রহরেও ছালাত আদায় করা হয়। এ বিষয়ে ছহীহ আদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার খান
গ্রামঃ গোলনা
পোঃ সাজিয়াড়া, খুলনা।

উত্তরঃ শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায় করা জায়েয। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর দিন মসজিদে যাবে অতঃপর তার পক্ষে যা সম্ভব ইমামের খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত নফল ছালাত পড়তে থাকবে। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১২২।* এতদ্ব্যতীত আরো বেশ কিছু হাদীছে জুম'আর দিন সকাল-সকাল মসজিদে এসে ইমামের খুৎবা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত নফল-সুন্নাত ছালাতে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও একাধিক মুরসাল ও যঈফ হাদীছে জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আবু ক্বাতাদা ও আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছ। *-যাদুল মা'আদ ৩৭৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৪/৭৪)ঃ ছালাত আদায় কালে বিভিন্ন কথা মনে হ'লে ছালাত হবে কি? এ অবস্থায় কি করণীয়?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মণ্ডল
সাং- দোশয়া পলাশবাড়ী
থানাঃ বিরামপুর
যেলাঃ দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত আদায় কালে মুছল্লীর অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উছমান বিন আবিল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে শয়তান বাধা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, এই শয়তানকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি এরূপ অনুভব করবে তখন তুমি তার কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিন বার তোমার বামদিকে থুক মারবে'। হাদীছের বর্ণনাকারী উছমান বিন আবিল আছ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়াসওয়াসাকে দূর করে দেন'। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৯, 'ওয়াসওয়াসা' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১৫/৭৫)ঃ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল মতীন
সাং- চরকুড়া
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ কখনো বৈধ হ'তে পারে না। কারণ, দলীয় স্বার্থের হরতাল একদিকে যেমন মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না, অন্যদিকে তেমনি রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে মানুষের কষ্ট দিতে ও দেশের কোটি কোটি টাকার

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্ষতি করতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। ফলে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ক্রমশঃ ভেঙ্গে যায় এবং মানুষের বাঁচার পথ বিপন্ন হয়। যা আল্লাহ্র অভিশাপের কারণ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃঃ; মুসলিম, মিশকাত ৪২ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৮ পৃঃ।* তবে জাতীয় স্বার্থে এবং 'হক' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মঘট ও অবরোধ করার পথ অবলম্বন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলাকে মদীনায় আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তা ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহৃত হওয়ার আশংকা ছিল। *-আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ২০৪।*

প্রশ্ন (১৬/৭৬)ঃ অসুস্থ অবস্থায় গোসল ফরয হ'লে এবং গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে গোসল না করে ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

- মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসল করলে অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) এক শীতের রাতে নাপাক অবস্থায় তায়াম্মুম করেন ও তাঁর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করেন এবং তিনি দলীল হিসাবে আল্লাহ্র বাণী পাঠ করেন- 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান' (নিসা ২৯, বুখারী ৪৯ পৃঃ)। অতএব অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসলের কারণে অসুখ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (১৭/৭৭)ঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে ও তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে কি? আর যদি নাপাক হয় তবে তার বিধান কি?

-আবুল হুসাইন
সাং- বিষ্ণুপুর
পোঃ গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে, তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে না। কারণ, তাদের শরীর যেমন নাপাক নয়, তেমনি তাদের আসবাবপত্রও নাপাক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছুমামা ইবনে আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন। *-বুখারী, মিশকাত ৩৪৪ পৃঃ।* এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীদেরকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৩ পৃঃ।* অত্র হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকের শরীর ও আসবাবপত্র নাপাক নয়। কাজেই মুসলমানগণ নাপাক হবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, মুশরিকদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না। তবে তারা সালাম দিলে 'ওয়া'আলাইকুম' বলা যাবে *-মিশকাত হা/৪৬৩৭।* মুশরিকগণ যে পাতিলে হারাম খাদ্য রান্না করে সে সব পাতিল ব্যবহার করতে চাইলে ধৌত করে ব্যবহার করতে হবে। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৮৬।* উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে মুশরিক গণকে যে 'নাপাক' বলা হয়েছে (তওবা ২৮)। তার অর্থ হ'ল, তাদের আক্বীদা নাপাক।

প্রশ্ন (১৮/৭৮)ঃ কোন মুসলমান কোন খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার পর তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান কি মুসলমান হবে? না তাকে পরে মুসলমান করতে হবে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড
বগুড়া।

উত্তরঃ মুসলমান পুরুষদের জন্য আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয। বিয়ে করার পর তাকে মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলাম তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। তাদের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে মুসলমান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করবে। তাকে পুনরায় মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, মুসলমানের বংশ পরিচয় পিতার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী মহিলাদের যদি তোমরা মোহরানা আদায় করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য হালাল' (মায়েদাহ ৫)।

প্রশ্ন (১৯/৭৯)ঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-ইয়াসীন আলী
দক্ষিণ ভাদিয়ালী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখন অসুখ বেড়ে গেল, তখন একবার

বেলাল (রাঃ) তাঁকে ছালাতের সংবাদ দিতে আসলে তিনি বললেন, আবুবকরকে বল ছালাত পড়িয়ে দিতে। আবুবকর (রাঃ) সে ক'দিনের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন এবং পিছনে সরতে উদ্যত হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে না সরার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং অগ্রসর হয়ে আবুবকরের বাম দিকে বসে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করতে লাগলেন। এ সময় আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক্বতেদা করছিলেন এবং লোকজন আবুবকরের এক্বতেদা করছিল। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০১ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও বসে ছালাত আদায় করবে'-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি মানসূখ বা রহিত। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড ৮৯ পৃঃ 'ইমাম মুক্তাদী দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

প্রশ্ন (২০/৮০)ঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ লিখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা কোন নকশা করা যাবে কি?

-আবদুস সালাম
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ লিখে নকশা করা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, মুছল্লীর সামনে এমন কোন নকশা বা ছবি রাখা যাবে না যা মুছল্লীকে ছালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় বা তার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে অতিরিক্ত উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা উহাকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ চাকচিক্যময় করেছে। *-বুখারী, তরজুমাতুল বাব ৬৪ পৃঃ, মিশকাত হা/৭১৮।* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদরে ছালাত আদায় কালে নকশার দিকে নযর পড়ল। তিনি ছালাত শেষে বললেন, আমার চাদর খানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার আম্বেজানীয়া চাদর নিয়ে আস। কেননা, এ চাদর আমার ছালাত থেকে আমাকে অমনোযোগী করেছিল। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭২।* আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দিয়ে তিনি ঘরের একদিকে পর্দা করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা ছালাতের সময় এর নকশা গুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। *-বুখারী, মিশকাত ৭১ পৃঃ।* অত্র হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে এমন নকশা মসজিদে করা যাবে না। এমনকি জায়নামাযেও না।

প্রশ্ন (২১/৮১)ঃ আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারী মিলে যৌথভাবে ২০ সদস্যের একটি সূদ বিহিন সমিতি গঠন করেছি। মাসে শতকরা ৫ টাকা লাভে সদস্যদের মাঝে টাকা লেনদেন করব বলে সংকল্প করেছি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বলেছেন যে, শতকরা ৫ টাকার স্থলে যদি শতকরা ৪ টাকা লাভে লেনদেন করা হয় তাহ'লে উক্ত লাভ সূদ হবে না। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-ইয়াকুব আলী
গ্রামঃ শিবদেবচর
পোঃ পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণের উভয় অবস্থাই সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কোন বস্তু কাউকে প্রদান করে হুবহু ঐ বস্তু তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করাই হচ্ছে সূদ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক প্রকার খুরমা নিয়ে আসলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই খুরমা কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট খারাপ খুরমা ছিল। আমি তার দুই 'ছা' এক 'ছা'র বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটাইতো প্রকৃত সূদ। এটাইতো প্রকৃত সূদ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ।* অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, একই বস্তু লেনদেনের সময় অতিরিক্ত নিলেই তা সূদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে দুই ধরণের সমিতি রয়েছে। (১) মুযারাবা- একজনের অর্থে অপর জন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে। (২) মুশারাকা- কয়েকজনের টাকা জমা করে ব্যবসা করা হবে। লভ্যাংশ তাদের টাকা অনুপাতে ভাগ হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (২২/৮২)ঃ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শৃগালের গোশত ভক্ষণ করা জায়েয কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-এস,এম শাফা'আত হোসাইন
শের-ই-বাংলা হল, পূর্ব ১২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শৃগালের গোশত হারাম। হারাম বস্তু দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম ও নাপাক জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৩৯ সনদ ছহীহ। তবে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলেন যে, রোগীকে বাঁচানোর জন্য একমাত্র ঔষধ হচ্ছে শৃগাল বা হারাম বস্তুর গোশত। তবে সে ক্ষেত্রে শৃগালের বা যে কোন হারাম বস্তুর গোশত (শুধু জীবন রক্ষার জন্য) ভক্ষণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ বলেন, فمن اضطر غير باغ ولا عاد.....

'অতঃপর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে, সীমা অতিক্রম ও বাড়াবাড়ি না হয়, তবে তার কোন পাপ হবে না' (বাক্বারাহ ১৭৩)।

প্রশ্ন (২৩/৮৩)ঃ আমরা জানি যে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত ১১ রাক'আত। আমরা দুই রাক'আত করে আট রাক'আত এবং শেষে এক সালামে তিন রাক'আত পড়ে থাকি। কিন্তু সঊদী আরবে বা আরব দেশ গুলোতে দুই রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো হয়। এরূপ পড়ার পদ্ধতি কি ছহীহ হাদীছে আছে? জানালে বাধিত হব।

-আবদুছ ছবুর
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার প্রমাণ হাদীছে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত সমাপ্ত করার পর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এগার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং প্রত্যেক দু'রাক'আত পর সালাম ফিরাতেন ও শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-মুসলিম হা/৭৩৬।*

সুতরাং আরব দেশগুলোতে প্রচলিত পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দক্ষিণ এশিয়াতে যে পদ্ধতি চালু আছে সেটিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাত দুই ভাবে পড়া যায় একঃ দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরে আবার এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরবে। দুইঃ তিন রাক'আত এক সালামে ফিরবে। -মির'আত ৪র্থ খণ্ড 'বিতর' অধ্যায় ২৬২-২৭৪ পৃঃ।

প্রশ্ন (২৪/৮৪)ঃ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্ররা রাস্তাঘাটে কোন শিক্ষককে দেখলে বাইসাইকেল বা মটর সাইকেল থেকে নেমে কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়। যানবাহন থেকে নেমে এবং কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়া শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ
সাং- সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাস্তাঘাটে শিক্ষককে দেখে ছাত্রদের যানবাহন থেকে নেমে সালাম দেওয়া যরূরী নয়। তবে শিষ্টাচার বা আদব হিসাবে সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তে নেমে সালাম দিতে পারে। আর কপালে হাত দিয়ে সালাম দেওয়া ঠিক নয়। সালাম দেওয়ার সুন্নাতী তরীকা হচ্ছে, সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম প্রদান করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচল কারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।*

প্রশ্ন (২৫/৮৫)ঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'। কিন্তু আছরের পূর্বে যে ৪ রাক'আত পড়া হয় সেটা কি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ? আবার অনেককে আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুল আলম
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আছরের ছালাতের পূর্বে যে চার বা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়, সেটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়। সেটি সাধারণ সুন্নাত। পড়লে ছওয়াব রয়েছে। যেমন ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। *-আহমাদ, তিরমিযী সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭০।*

অন্যত্র আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। *-আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭২।*

অতএব আছরের পূর্বে চার বা দু'রাক'আত ছালাত সাধারণ সুন্নাত হিসাবে আদায় করা যায়। মুওয়াক্কাদাহ হিসাবে নয়। এর যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৬/৮৬)ঃ এক মায়ের দুই সন্তান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিন্তু তাদের বাপ দু'জন। উক্ত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ জায়েয হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যেহেতু উভয়ে এক মায়ের সন্তান, সেহেতু তাদের সম্পর্ক ভাইবোন। সঙ্গত কারণেই তাদের বিবাহ হারাম হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন..... (নিসা ২৩)।

প্রশ্ন (২৭/৮৭)ঃ আমি বিবাহ করার পর সহবাসের সময় নিম্নের দো'আটি পড়তাম 'রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'। অথচ আমার একটি হিরোইনখোর ছেলে হ'ল। তাহ'লে কি আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেননি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঙ্গাবাড়ী
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উল্লেখিত দো'আটি সহবাসের দো'আ নয়। এটি কুরআনের একটি আয়াত। যা সহবাসের সময় পড়া ঠিক নয়। উক্ত আয়াতটি ইবরাহীম (আঃ) সুসন্তানের আশায় পড়তেন (ফুরক্বান ৭৪)। সহবাসের দো'আ নিম্নরূপঃ

'বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাক্বতানা'। *-মুত্তাফাক্ব, মিশকাত হা/২৪১৬।*

দ্বিতীয়তঃ দো'আ কবুল হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। দো'আ তাৎক্ষনিকভাবে কবুল হ'তে পারে অথবা দো'আর মাধ্যমে কোন বড় বিপদ দূর হ'তে পারে অথবা দো'আর প্রতিদান পরকালে পেতে পারেন। অতএব নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন (২৮/৮৮)ঃ অনেকে আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, ভগবান, ঈশ্বর, গড একই জিনিষ। যে ধর্মের লোক যা বলে তাই ঠিক। এরূপ কথা যদি কোন মুসলমান বলে তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
সহকারী শিক্ষক
কারীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বাটকেখালি, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহ্‌কে ডাকা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌কে ডাকা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'আল্লাহ' শব্দটির কোন স্ত্রী লিঙ্গ নেই। তিনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হ'তে সম্পূর্ণ পবিত্র (ইখলাছ)। কিন্তু ভগবানের ভগবতী, ঈশ্বরের ঈশ্বরী, গডের গডেজ ইত্যাদি স্ত্রী লিঙ্গ রয়েছে। অতএব আল্লাহকে ঐসব নামে ডাকা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কোন মুসলমানের উপরোক্ত উক্তি করা মোটেও উচিৎ নয়। করে থাকলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৮৯)ঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ এবং তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ কি সমান?

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ
২য় বর্ষ (সম্মান) আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হ'লে ঐ হত্যা ও অস্ত্র দ্বারা হত্যার হুকুম একই হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হত্যার হুকুম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হত্যার মাধ্যম নির্দিষ্ট করেননি। কাজেই যে কোন উপায়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, হত্যার বদলে হত্যা করা শারঈ বিধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের উপর ফরয করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু.... (মায়েদা ৪৫)।

প্রশ্ন (৩০/৯০)ঃ যে সমস্ত ফরয ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলে নীরবে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-ছফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলেও ক্বিরাআত সরবে পরা সুন্নাত। কারণ, ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে পড়া জামা'আতের সুন্নাত নয়। বরং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তিন ওয়াক্ত সরবে ক্বিরাআত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায়।* তবে একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে কেউ যদি নীরবে ক্বিরাআত পড়ে, তবে তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে আলাপ করে। অতএব সে দেখুক কি আলাপ করবে। এই সময় তোমরা পরস্পরের উপরে ক্বিরাআত সরবে করো না'। *-আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৫৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com